ভূমিকম্প মোকাবিলায় মক ড্রিল

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১০ অক্টোবর ঃ ব্যস্ততম এলাকায় ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে বহুতল। পাহাড়ে ভূমিকম্পের জেরে জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে। ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়েছেন বহু মানুষ। এমন অবস্থায় উদ্ধারকাজে প্রশাসন কতটা প্রস্তুত, তা দেখার জন্য বুধবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়েও মহড়া হল। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দার্জিলিংয়ের সেন্ট টেরেসা হাইস্কুল ও শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। দার্জিলিংয়ের অন্যান্য বেশ কয়েকটি এলাকাতেও এই ধরনের মহড়া হয়।

বুধবার সকালে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, দমকল, পুলিশ ও বিদ্যুৎ দপ্তরকে একসঙ্গে নিয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বিধান মার্কেটে আগুন লাগলে কত দ্রুত দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারবে তা দেখা হয়। এছাড়াও অ্যাম্বুলেন্স ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী কত দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করবে, তাও দেখা হয়।

দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্ত বলেন, 'রাজ্যজুড়েই এটা করা হয়েছে। কোনো বিপর্যয় ঘটলে আমরা কতটা প্রস্তুত রয়েছি, তা দেখার জন্যই মহড়া করা হয়েছে।'

বুধবার খড়িবাড়ি হাইস্কুলেও ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রশাসন কতটা প্রস্তুত, তা দেখতে মক ড্রিল করা হয়। মক ড্রিলে অংশ নেয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল, খড়িবাড়ি ব্লক প্রশাসন, হাসপাতাল, পুলিশ, দমকল, বিদ্যুৎ দপ্তর। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ভূমিকম্প হলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে উদ্ধারকার্য চালানো হবে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট হলে কিংবা ভূমিকম্পের জেরে আগুন লাগলে কী করা হবে তা অভিনয়ের মাধ্যমে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের দেখানো হয়। এছাড়া কোনো রাস্তা ভূমিকম্পের জেরে বন্ধ হয়ে গেলে কীভাবে হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তা অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়। ভূমিকম্পের সময় পড়ুয়ারা কী পদ্ধতিতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসবে এবং একে অপরকে কীভাবে সহযোগিতা করবে সে বিষয়ে সচেতন করা হয়।

এদিনের মক ড্রিলে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি বিডিও যোগেশচন্দ্র মণ্ডল সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। বিডিও জানান, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ব্লকের বিভিন্ন দপ্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভূমিকম্পের সময় বা পরবর্তীতে কীভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে তার মক ড্রিল করা হয়।

অন্যদিকে এদিন নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ভূমিকম্প নিয়ে মক ড্রিল করা হয়। এদিন এই উপলক্ষ্যে নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলে উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি ব্লকের বিডিও সহ দমকল, পুলিশ, চিকিৎসক ও অসামরিক দপ্তরের কর্মীরা।

ভূমিকম্প নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে কী করতে হবে সে ব্যাপারে ছাত্রদের অবহিত করেন তাঁরা।

এ প্রসঙ্গে নকশালবাড়ি ব্লকের বিডিও বাপি ধর বলেন, ভূমিকম্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উত্তরবঙ্গে ৮টি জেলায় মক ড্রিল করা হচ্ছে। আমরা সবার সহযোগিতা নিয়ে নকশালবাড়ি নন্দ প্রসাদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি পালন করলাম।

বিপর্যয় মোকাবিলায় দার্জিলিংয়ে জেলা প্রশাসনের মহড়া চলছে। ছবি ঃ মৃণাল রানা

বিজেপির পাঁচ সদস্য তৃণমূলে

লুকসানে ফের পিছিয়ে গেল বোর্ড গঠনের দিন

নাগরাকাটা, ১০ অক্টোবর ঃ বুধবার বিজেপির টিকিটে ভোটে জেতা লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। বিজেপির পাঁচজন এদিন বিধায়ক শুক্রা মুন্ডার হাত ধরে আলিপুরদুয়ারে গিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তীর কাছ থেকে দলীয় পতাকা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, ফের পিছিয়ে গেল ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া। লুকসানের বোর্ড গঠন নিয়ে নাগরাকাটায় দলের সমস্ত কর্মী, সমর্থক ও নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠকও করেন ব্লক সভাপতি অমরনাথ ঝা।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'উন্নয়নের শরিক হওয়ার জন্যই বানারহাটের চারজনের পর লুকসানের আরও পাঁচজন বিজেপির জয়ী সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'এর আগে একবার বোর্ড গঠনের দিন বিজেপি রাজ্যজুড়ে বন্ধ ডেকেছিল। প্রশাসন চায়নি অশান্তি ছড়াতে বিজেপি-সিপিএম সফল হোক। তাই সেবার বোর্ড গঠনের দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়। আর এবার বোর্ড গঠন পিছিয়ে দেওয়ার কারণ উৎসবের মরশুম। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদের মনোনয়নের সভাও আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।' অমরনাথ ঝা বলেন, 'কোর কমিটির বৈঠকে আমরা প্রধান পদের প্রার্থী হিসেবে কাজি পান্ডের নামে সবুজ সংকেত দিয়েছি। জেলা সভাপতির নির্দেশে বিজেপির যে পাঁচজন আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম। যদিও কেউ আসেননি। দলের শীর্ষ নেতাদের জানিয়ে দিয়েছি, বোর্ড গঠন ঘিরে লুকসানে যা হচ্ছে তা একেবারেই ভালো নয়।'

বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কোনো আদিবাসী মুখকেই প্রধান পদে নিয়ে আসা উচিত।' নাগরাকাটার বিডিও স্মৃতা সুব্বা জানিয়েছেন, কবে বোর্ড গঠনের সভা ডাকা হবে তা জেলা থেকে নির্দেশ পেলেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

এর আগে লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিন ঠিক হয় ১৬ সেপ্টেম্বর। তারপর তা পিছিয়ে প্রথমে ২৬ সেপ্টেম্বর ও পরে ১১ অক্টোবর করা হয়। শেষের তারিখটিকেও এদিন পিছিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। কারণ হিসেবে ব্যাখা দেওয়া হয়েছে আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টিকে।

বিজেপি নেতা জন বারলা বলেন, 'আমাদের দলের কেউ তৃণমূলে গিয়েছে কিনা জানা নেই।' বিজেপির নাগরাকাটা-১ মণ্ডল কমিটির সহসভাপতি বরুণ মিত্র বলেন, 'পুলিশকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দলের জয়ী সসস্যদের ভয় দেখিয়ে তৃণমূল নিজেদের দলে টানছে।'

৫০ বছর ধরে সম্প্রীতির ধারা বজায় রেখেছে কমলানগরের পুজো

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ মন্দিরের ঠিক পাশেই রয়েছে মসজিদ। তার পাশের মাঠটিকে ইদের সময়ে নমাজের জায়গা হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। দুর্গাপুজোয় ওই মাঠে মেলাও বসে। পুজো হোক বা ইদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই ছবিটাই গত ৫০ বছর ধরে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কোনপাকড়ি এলাকার কমলানগরে চলে আসছে। এখানে পুজো কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের বয়স্ক ব্যক্তিরা। মুসলমান মহিলারাও পুজোর সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পুজোর বাজেট যাইহোক না কেন, দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির ধারায় বয়ে চলা এই পুজো এবারে ৫১ বছরে পড়ল।

গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কোনপাকড়ি বুথের কমলানগরে দীর্ঘদিন থেকেই হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের হিসেব অনুযায়ী, এলাকায় ৬০ শতাংশ হিন্দু হলে ৪০ শতাংশ মুসলমান রয়েছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান, যেকোনো উৎসবের আনন্দ তাঁরা সবাই মিলে ভাগ করে নেন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য রহিদুল ইসলাম জানান, কোনপাকড়ি কমলানগর সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটিতে সবাইকেই রাখা হয়। এবছরও তিনি পুজোর উপদেষ্টা কমিটিতে রয়েছেন। তিনি জানান, এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সালে ঠাকুরপাড়া এলাকায়। সেইসময়ে পুজোর উদ্যোক্তা ছিলেন এলাকার বাসিন্দা অমূল্য দে, বাদলচন্দ্র দাস, মহম্মদ আসিমুদ্দিন, লুৎফর রহমান। ৫০ বছর আগে শুরু হওয়া এই পুজোয় সম্প্রীতির ধারা তাঁরা এখনও ধরে রেখেছেন। ১৯৭০ সালে পুজোর জায়গা স্থানান্তরিত করে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রোডের পাশে নিয়ে আসা হয়। পুজোর জায়গায় একটি মন্দির তৈরির কাজ চলছে বলেও রহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন।

উপদেষ্টা কমিটির আরেক সদস্য সুনীলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'যেখানে দুর্গাপুজো হয় তার পাশেই রয়েছে ওয়াক্তি মসজিদ এবং নমাজের মাঠ। ইদে ওই মাঠেই নমাজ পড়া হয়। পুজোয় সেখানে মেলা বসে।' সুনীলবাবু বলেন, 'মুসলমানদের যেকোনো অনুষ্ঠানকে সফল করতে স্থানীয় হিন্দুরা যেমন এগিয়ে আসেন, তেমনই এলাকার মুসলমানরাও দুর্গাপুজো কিংবা কালীপুজোতে অংশ নেন।'

যেখানে দুর্গাপুজো হয় তার পাশেই রয়েছে ওয়াক্তি মসজিদ এবং নমাজের মাঠ। ইদে ওই মাঠেই নমাজ পড়া হয়। পুজোয় সেখানে মেলা বসে। হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান, যেকোনো উৎসবের আনন্দ তাঁরা সবাই মিলে ভাগ করে নেন।

বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

রাজগঞ্জ, ১০ অক্টোবর ঃ সমকাজে সমবেতনের দাবি সহ অনিয়মিত বেতনের প্রতিবাদ এবং কয়েক দফা দাবিতে রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন এসএসকে এবং এমএসকের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বুধবার রাজগঞ্জ ব্লকের মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকারা ফাটাপুকুর থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে পৌঁছান। সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ করেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রাথমিক এবং হাইস্কুল শিক্ষকদের যে হারে বেতন দেওয়া হয়, তাঁদের সেই হারে বেতন দেওয়া হয় না। এছাড়া গত দুই মাস থেকে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। পুজোয় বোনাস দেওয়া হয় না। গ্র্যাচুইটি, পিএফ, অবসরকালীন ভাতা, মেডিকেল লিভ তাঁরা পান না। এই দাবিগুলি নিয়ে ব্লক ও জেলার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিকবার দরবার করলেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এদিন বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলার পর সেখানে আসেন অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং রাজগঞ্জের বিডিও। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর আশ্বাস দেওয়ার হলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) অভিজিৎ মিত্র জানিয়েছেন, লিখিত দাবিপত্র পেলে তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

সচেতনতা শিবির

বাগডোগরা, ১০ অক্টোবর ঃ চা শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার প্রতি বিশেষ উদ্যোগ নিল মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন। মাটিগাড়া ব্লকের অধীন ফুলবাড়ি পত্তন চা বাগানের শ্রমিকদের সচেতন করতে বিশেষ শিবির করা হয় বুধবার। মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও রুনু রায় জানান, চা শ্রমিকদের অধিকাংশই সরকারি সুযোগসুবিধা সম্পর্কে এখনও অবগত নয়। এজন্য চা বাগানের শ্রমিকদের সচেতন করতে প্রতিটি বাগানেই শিবির করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিন ফুলবাড়ি পত্তন চা বাগানে প্রথম শিবির করা হল। বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা শ্রমিকদের মধ্যে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছেন।

পুজোর পরে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু নদী ও ঝোরার নাব্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ পুজোর পরেই জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কিছু নদী ও ঝোরার নাব্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিল প্রশাসন। নদী ও ঝোরাগুলি থেকে নুড়ি-পাথর তুলে নদীবক্ষ গভীর করা হবে। এই কাজ করা হবে একশো দিনের প্রকল্পে। জেলার বিভিন্ন ব্লকের নদী ও ঝোরাগুলিতে নুড়ি,পাথর, বালি জমে বক্ষ অগভীর হয়ে রয়েছে। সেচ দপ্তরের অনুমতি নিয়েই পুজোর পর নদী ও ঝোরাগুলির নাব্যতা বাড়ানোর কাজ শুরু করা হবে বলে একশো দিনের প্রকল্পের জেলা নোডাল আধিকারিক সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি নদী ও ঝোরায় এই কাজের পাশাপাশি নদীর ভাঙন রোধে ভেটিবার ঘাস রোপণের অনুমোদনও দিয়েছে সেচ দপ্তর।

তিনি জানান, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিস্তা ও করলা নদীর মোহনার কাছে করলা নদীতে চরা পড়ে গিয়েছে। করলা নদীর জল এখান দিয়েই তিস্তা নদীতে গিয়ে পড়ে। কিন্তু পলির স্তর মোটা হয়ে যাওয়ায় করলার জল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ফলে জল আর তিস্তায় গিয়ে পড়ছে না। ইতিমধ্যে সেখানে পলি তোলার কাজ শুরু হলেও সেপ্টেম্বরে হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় পলি তোলার কাজ শেষ করা যায়নি। দুর্গাপুজোর পর মোহনাতে করলা নদীর পলিমাটি কাটার কাজ শুরু হবে ১০০ দিনের প্রকল্পে।

প্রথম পর্যায়ে নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি ঝোরা এবং ধূপগুড়ি ব্লকের গিলান্ডি নদীর চারটি জায়গা এবং ডুডুয়া নদীর একটি জায়গায় প্রায় সাড়ে ৬ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে নদী ও ঝোরা থেকে নুড়ি, বালি, মাঝারি ওজনের পাথর তোলা হবে। অন্যান্য ব্লক থেকে দুর্গাপুজোর পর আরও প্রস্তাব এলে সেচ দপ্তরের ছাড়পত্র নিয়ে সেই কাজগুলি কালীপুজোর পর থেকে শুরু হবে। সেচ দপ্তর নির্দেশিত নিয়ম মেনেই কাজ করা হবে। উত্তোলিত পাথর-বালি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং ব্লকগুলিতে বিভিন্ন নির্মাণকাজের জন্য সরবরাহ করা হবে।

এদিকে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং সেতুর কাছে ২ কিমি নদীপাড় এলাকা, গাদং-এর অন্য জায়গায় আরও ৪ কিমি এলাকাজুড়ে পুজোর পর ভূমিক্ষয় রোধে ভেটিবার ঘাস রোপণ করা হবে বলে সুরজিৎবাবু জানিয়েছেন। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

এক উপভোক্তার ঘরের টাকা পেলেন অন্যজন

লাটাগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার এক উপভোক্তার নামে অনুমোদিত ঘর অন্য আরেকজনকে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। যদিও যাঁর নামে ঘর অনুমোদন হয়েছে এবং যিনি ঘরের জন্য টাকা পেয়েছেন তাঁদের দুজনের নামই এক এবং তাঁরা একই গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাল ব্লকের চাঁপাডাঙ্গায়। ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মাল ব্লকের বিডিও বিমানচন্দ্র দাস। ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে মাল ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সাড়িয়াপাকড়ির ডাবরিপাড়ার প্রয়াত চিত্তরঞ্জন রায়ের ছেলে বিষ্ণু রায়ের নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বরাদ্দ হয়। তিন কিস্তিতে এই ঘরের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাওয়ার কথা ছিল বিষ্ণু রায়ের। কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও ঘরের জন্য কোনো টাকা না পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে খোঁজ করেন বিষ্ণুবাবু। সেই বিষয়ে কোনো সদুত্তর তিনি পাননি। অবশেষে দিন কয়েক আগে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর মারফত তিনি জানতে পারেন, তাঁর অনুমোদন পাওয়া ঘরের আইডি নম্বর ডব্লিউবি০৭৫৩৩০৫। তাঁর গ্রামেরই আরেক বাসিন্দা বিষ্ণু রায়ের স্ত্রী সন্তোষী রায়ের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে তিন কিস্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঢুকেছে এবং তা তুলেও নেওয়া হয়েছে। ঘটনা জানার পরই গোটা বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নন্দিতা মল্লিক রায় ও মালের বিডিও বিমানচন্দ্র দাসকে লিখিতভাবে জানান পেশায় রাজমিস্ত্রি তথা প্রকৃত উপভোক্তা বিষ্ণু রায়। তাঁর অভিযোগ, অন্যায়ভাবে তাঁর প্রাপ্ত ঘর দেওয়া হয়েছে অপরজনকে। যদিও অপরজন বিষ্ণু রায় কর্মসূত্রে কেরলে রয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁর স্ত্রী সন্তোষী রায় কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দিতা মল্লিক রায় জানান, তিনি বুধবারই গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বভার নিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। একই আশ্বাস দিয়েছেন মালের বিডিও বিমানচন্দ্র দাসও।

স্ত্রীকে খুনে যাবজ্জীবন

মালবাজার, ১০ অক্টোবর ঃ স্ত্রীকে খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল এক ব্যক্তির। ওই ব্যক্তির নাম নাইরু মুন্ডা (৬০)। বুধবার মাল শহরের অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা আদালতের বিচারপতি রশিদ আলম এই সাজা ঘোষণা করেছেন। আদালতের সরকার পক্ষের আইনজীবী কল্লোল সেন বলেন, 'সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম নাইরু মুন্ডা। নাইরুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে নাইরু তার স্ত্রী সুমি মুন্ডাকে বেধড়ক মারধর করে। তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, পাড়া প্রতিবেশীরা সুমিকে উদ্ধার করতে চাইলেও তা করতে দেওয়া হয়নি। পরের দিন সুমি মারা যান। ঘটনাটি ইনডং চা বাগানের আম্বা চৌপল লাইনে ঘটে। পরে তাদের ছেলে পান্ডে মুন্ডা মেটেলি থানায় বাবার বিরুদ্ধে মাকে হত্যার অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ নাইরুকে গ্রেফতার করে তিনটি মামলা দায়ের করে।' কল্লোলবাবু বলেন, 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা সহ দশ হাজার টাকা জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে'।

পুজোয় শামিল হন নেপালবাসী

খড়িবাড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ শুধু ভারতের নয়, নেপালের নাগরিকদের কাছেও অত্যন্ত আবেগের পুজো নেপাল সীমান্তবর্তী খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গাপুজো।

পুজোর প্যান্ডেল বাহুবলী সিনেমার মহিষমতী সাম্রাজ্যের আদলে তৈরি করছেন কৃষ্ণনগরের মণ্ডপশিল্পীরা। ডেকোরেটর বুলন চৌধুরির দাবি, মণ্ডপটি দর্শকদের আকৃষ্ট করবে। নেপাল সীমান্ত থেকে ৩১সি জাতীয় সড়ক পর্যন্ত থাকবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। শিলিগুড়ি কুমোরটুলির নারায়ণ পালের প্রতিমা মহিষমতী সাম্রাজ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হচ্ছে। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব বর্মন ও বিকাশ সিংহ জানান, প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা ও ৫০০ জন দুস্থকে নতুন বস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে ষষ্ঠীতে পুজোর উদ্‌বোধন করা হবে। পুজোর চারদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অষ্টমীতে নেপালের নাগরিকদের মনোরঞ্জনের জন্য নেপালের চলচ্চিত্রশিল্পীদের দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নবমীতে থাকবে মিউজিক্যাল নাইট।

দশেরার প্রস্তুতি

বাগডোগরা, ১০ অক্টোবর ঃ অশুভ শক্তির বিনাশ করতে আঠারোখাই--এর সর্বজনীন খেলার মাঠে দশেরা উৎসব পালন করবে দশেরা উদ্‌যাপন কমিটি। এই এলাকায় এবছর প্রথম দশেরা উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উৎসব কমিটির সভাপতি মিঠু ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক বাপ্পা চক্রবর্তী ও পলাশ গুপ্তা বলেন, 'এই এলাকায় এই উৎসব পালন করা হয় না। তাই আমরা দশেরা উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠের পাশের মাঠেই উৎসবের আয়োজন করা হবে।

পঞ্চানন বর্মার নামে কক্ষ

বাগডোগরা, ১০ অক্টোবর ঃ আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কর আদায় করার কক্ষকে সাজিয়ে তুলে 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা কক্ষ' নাম দেওয়া হয়েছে। কক্ষটি বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক তথা এবছরের শিক্ষারত্ন খেতাব প্রাপ্ত ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায়।

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভিজিৎ পাল জানান, কক্ষটি আমরা নতুনভাবে সাজিয়ে তুলেছি। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর নামেই সেটির নামকরণ হয়েছে। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন রেনু সিনহা, উপপ্রধান শম্পা বর্মন, শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা।

— সংবাদ নিউজ সার্ভিস

পড়ুয়াদের প্রশ্নের মুখে পড়লেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই কমবেশি বিশৃঙ্খলার পরিবেশ দেখা গিয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি সহ প্রায় প্রতিটি জেলাতেই গণ্ডগোলের অভিযোগ সামনে এসেছিল। সেইসঙ্গে ভোটারদের ভোট দিতে না দেওয়া, বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে না দেওয়া সহ একধিক অভিযোগও উঠে এসেছিল। এই পরিস্থিতিতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে নতুন ভোটারদের নিরাপত্তা সহ একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হল কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের। প্রশ্ন করল খোদ ইলেকটোরাল লিটারেসি ক্লাবের কয়েকজন স্কুলছাত্রী। কেবল তাই নয়, ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে ওই ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে প্রচারের সময় কী ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে সেই বিষয় নিয়েও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে ওই প্রতিনিধিদের। নির্বাচন, ভোটাধিকার প্রয়োগ, কীভাবে সচিত্র পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে, কেনই বা ভোটদান করতে হবে এই রকম একাধিক বিষয় নিয়ে স্কুল ছাত্রছাত্রী ছাড়াও, সাধারণ গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশে জলপাইগুড়ি জেলার ১৬টি বিদ্যালয়ে ক্লাব তৈরি করা হয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে তৈরি করা ওই ক্লাবের নাম দেওয়া হয়েছে ইলেকটোরাল লিটারেসি ক্লাব। ওই ক্লাবের কাজ কেমন চলছে তা যাচাই করতে এসেছিল কেন্দ্রের দুই সদস্যের একটি দল। অন্য বিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি এদিন ওই দলের সদস্যরা যান জলপাইগুড়ি শহরের দেবনগর কুমুদিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ক্লাবের সদস্যরা নির্বাচন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয় নিয়ে কতটা প্রশিক্ষিত হয়েছে তা যাচাই করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ছাত্রীদের করেন ওই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। এই সকল প্রশ্ন করতে গিয়েই পালটা ছাত্রীদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা চুমকি ব্যানার্জিও প্রতিনিধিদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে প্রচার চালাতে হবে বিভিন্ন অঞ্চল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেই সময় যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কোনোরকম চাপ সৃষ্টি করা হয় তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তবে এদিন ওই প্রশ্নগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন দলের সদস্যরা। বিষয়টি দেখা হবে বলে জানান তাঁরা। এদিকে, জেলা নির্বাচন দপ্তরের সচেনতা প্রসার বিভাগের আধিকারিক শ্রদ্ধা সুব্বা জানান, কীভাবে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে ইলেকটোরাল লিটারেসি ক্লাবের সদস্যরা কতটা শিখেছে তা যাচাই করতেই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এসেছিল। তবে ক্লাবের সদস্যদের তরফে এদিন প্রতিনিধিদলকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়।

অভিনব উদ্যোগ

চোপড়া, ১০ অক্টোবর ঃ 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' নিয়ে প্রচার শুরু করলেন কালাগছ আলোড়নী সংঘের পুজো উদ্যোক্তারা। রীতিমতো তাঁরা স্টিকার তৈরি করে স্থানীয় রুটের সমস্ত গাড়ি, মোটরবাইক, টোটো- সবেতেই লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। চোপড়ার কালাগছ আলোড়নী সংঘ এবারও বিগ বাজেটের পুজো করার উদ্যোগ নিয়েছে। মণ্ডপে ফুটে উঠবে আলোর ঝলক। কালাগছ এলাকায় মোট তিনটি পুজোকে ঘিরে উদ্যোক্তাদের তৎপরতা শুরু হয়েছে। সেগুলি হল কালাগছ সর্বজনীন, ভোজপুরানিগছ সর্বজনীন ও আলোড়নী সংঘের পুজো।

ইউনিট গঠন

চোপড়া, ১০ অক্টোবর ঃ লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লিমটেক্স-এর গাঞ্জাবাড়ি চা বাগানে বুধবার কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি-এর নতুন ইউনিট গঠন করা হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক অশোক রায় বলেন, এলাকার সব বাগানেই আইএনটিইউসি-র ইউনিট ছিল। তৃণমূল এলাকায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জায়গায় বিরোধীদের ইউনিটগুলি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। ওইসব এলাকায় ফের ইউনিট গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এদিন গাঞ্জাবাড়িতে লিমটেক্স-এর বাগানে ইউনিট গড়া হয়েছে।

গাছের চারা বিলি

চোপড়া, ১০ অক্টোবর ঃ মিশন মিলেনিয়াম ড্রিম (এমএমডি) প্রকল্পের গাছের চারা বিলি শুরু হল চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। বুধবার বেশ কয়েকটি এলাকার উপভোক্তাদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, এমএমডি প্রকল্পের অধীন চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রায় ২১ হাজার গাছের চারা বিলি করা হবে। গাছ পরিচর্যার জন্য উপভোক্তারা ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে আর্থিক সহযোগিতা পাবেন।

চা শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ

নাগরাকাটা, ১০ অক্টোবর ঃ চা শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ দিতে নেমে প্রথমবারেই ডুয়ার্সে ব্যাপক সাড়া পেল চা পর্ষদ। গত সোমবার থেকে নাংডালা চা বাগানে পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে সেখানকার ৫০ জন শ্রমিককে বেছে নিয়ে ওই প্রশিক্ষণ শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার ছিল শিবিরের শেষ দিন। এদিন শ্রমিকদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। কাগজে-কলমে লেখা, হাতেকলমে দেখানো ও মৌখিক- এই তিনভাগে পরীক্ষা নেওয়া হয়। চা পর্ষদ জানিয়েছে, প্রত্যেক শ্রমিকের পরীক্ষাই ভালো হয়েছে। ফলাফল পরবর্তীতে প্রকাশিত হবে। মিলবে সরকারি শংসাপত্র। গোটা দেশের চা উৎপাদক ৪টি রাজ্য মিলিয়ে মোট ২০ হাজার শ্রমিককে বাগানের কাজের নানা বিষয়ের পর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পরের শিবিরটি বসবে অসমের চামরাজ বাগানে। প্রথম দফার কর্মসূচিতে ডুয়ার্সের নাংডালা বাগানকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। প্রথম দুদিন শিবিরে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেন চা পর্ষদের মাস্টার ট্রেনার তথা উন্নয়ন আধিকারিক বিমান সাহা ও প্রণীত থাপা। শেষদিন গোটা পরীক্ষাপর্বটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত অ্যাসেস পিপলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। তাঁরাও এদিন নাংডালার শ্রমিকদের উৎসাহ ও প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। নাংডালায় এদিন যান চা পর্ষদের শিলিগুড়ি জোনের উপঅধিকর্তা রমেশ কুজুর। তিনি বলেন, 'এই প্রথম উত্তরবঙ্গের কোনো চা বাগানে পর্ষদের উদ্যোগে এরকম একটি শিবির অনুষ্ঠিত হল।' চা মালিকদের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, 'শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর এমন প্রচেষ্টা চা শিল্পের কাছে আশীর্বাদ।' সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নাংডালা চা বাগানের ম্যানেজার রঘুপ্রসাদ ঠাপরিওয়াল।

নাংডালা চা বাগান

নাংডালা চা বাগানে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ চলছে। ছবি ঃ শুভজিৎ দত্ত

নতুন বাস

ইসলামপুর, ১০ অক্টোবর ঃ বুধবার ইসলামপুর-রায়গঞ্জ এনবিএসটিসি বাসের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইসলামপুর পুরসভার একাধিক কাউন্সিলার, এনবিএসটিসির ডিপো ইনচার্জ আশুতোষ দে সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বাসটি রোজ সকালে ইসলামপুর থেকে ছেড়ে রায়গঞ্জ পৌঁছাবে এবং সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ থেকে ইসলামপুরে ফিরবে বলে ডিপো ইনচার্জ জানিয়েছেন।

পুলিশের অভিযান

চোপড়া, ১০ অক্টোবর ঃ চোপড়া থানার বিভিন্ন এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদ বিক্রি এবং জুয়ার আসর থেকে কয়েকজনকে আটক করেছে। এদিন ভোলাগছ এলাকা থেকে চারজনকে জুয়ার আসর থেকে আটক করেছে পুলিশ।

মাহালি পরিবারকে ঘর দিল রাজ্য সরকার

নকশালবাড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ রাজু মাহালির ঘরের দাওয়ায় বসে ২০১৭ সালের ২৫ এপ্রিল মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। সেদিন থেকেই রাতারাতি সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল মাহালি পরিবার। সেই মাহালি পরিবারের জন্য গীতাঞ্জলি প্রকল্পে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকা ঘর, পাকা কুয়োর ব্যবস্থা করল রাজ্য সরকার। ঘরের ফিতে কেটে এদিন তার আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করলেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। একইসঙ্গে গীতা মাহালির চাকরির ব্যাপারেও আশ্বাস দেন তিনি। এদিন মন্ত্রী মাহালি পরিবারের জমিতে দুটো গাছের চারাও লাগান বলে জানা গিয়েছে।

পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকার পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে কাজ করে। পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর শ্রেণির মাহালি পরিবারকে আমরা কাস্ট সার্টিফিকেট, র‍্যাশনকার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, ২০ হাজার টাকা ঋণ, গ্যাসের সংযোগ দেওয়া সহ সরকারি স্তরে বিভিন্ন সহায়তা করেছি। আজ গীতাঞ্জলি প্রকল্পে ঘর দেওয়া হল। মাহালি পরিবার দলিত সমাজের মুখ। ওঁদের জন্য কাজ করতে পেরে আমরা খুশি।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে বলে জানান তিনি। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে বাড়িতে পুজোর আয়োজন করেছিল মাহালি পরিবার। নতুন বাড়ি পেয়ে খুশি বলে জানান তাঁরা।